রাজধানীর বাইরে

তৎপরতা

গত বছরের মতো এ বছরেও তথ্য কেন্দ্র কিছু সুচিন্তিত কার্যক্রম ঢাকার বাইরে সম্প্রসারিত করে। মে মাসে রাজধানী থেকে প্রায় ২৩০ কিলোমিটার দূরে বগুড়ায় ডেমোক্রেসি ওয়াচ নামক একটি বিশিষ্ট জাতীয় এনজিও এর উদ্যোগে তিনদিনব্যাপী গণতন্ত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শিশু ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করেন এবং এতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সতেরটি সংগঠন অংশগ্রহণ করে। ইউনিক ঢাকা এতে শুধু অংশগ্রহণই করেনি, কেন্দ্রের প্রতিনিধি এতে উপস্থিত বিপুল সংখ্যক দর্শকের মধ্যে জাতিসংঘ তথ্যসামগ্রী বিতরণ করেন এবং তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন। এই উপলক্ষে স্থানীয় জেলা স্কুল প্রাঙ্গনে জাতিসংঘ সদর দফতর থেকে প্রাপ্ত "যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণাম" ("Legacies of War") শীর্ষক একটি ভিডিও বড় পর্দায় দেখানো হয়। ছাত্র, এনজিও কর্মী, সুশীল সমাজ ও গণমাধ্যমের প্রতিনিধিগণ ভিডিওটি আগ্রহের সঙ্গে প্রত্যক্ষ করেন।

বছরের শেষ দিকে তথ্য কেন্দ্রের প্রচেষ্টায় জাহাঙ্গীনগর ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে দুটি সাড়া জাগানো অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আন্তর্জাতিক শান্তি দিবসকে উপলক্ষ্য করে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও TREE নামক একটি নাট্যগোষ্ঠীর সহযোগিতায় ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের মিলনায়তনে একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রধান অতিথি, তথ্য কেন্দ্রের কর্মকর্তা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার বিশেষ অতিথি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সাবেক অধ্যাপক বিশেষ আমন্ত্রণক্রমে সেমিনারে বক্তব্য রাখেন। প্রতিকূল আবহাওয়া সত্ত্বেও বহুসংখ্যক ছাত্র ও শিক্ষকের উপস্থিতিতে বক্তাগণ অহিংসা, সহিষ্ণুতা ও যুদ্ধের নিষ্ঠুরতার ওপর গুরুত্ব দিয়ে শান্তির স্বপক্ষে জোরালো যুক্তি দেখান। তথ্য কেন্দ্রের রেফারেন্স গ্রন্থাগারিক মহাসচিবের বাণী পাঠ করেন এবং কিছু জাতিসংঘ তথ্য পুস্তক বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে উপহার দেন। অতঃপর সদর দফতর থেকে প্রাপ্ত "যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণাম" শীর্ষক ভিডিও ও এইড্‌স ও টেকসই উন্নয়ন সম্পর্কিত দু'টি স্থানীয়ভাবে তৈরি ভিডিও বড় পর্দায় দেখানো হয়। পরে অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে বর্ণবিদ্বেষের কুফল তুলে ধরে TREE নাট্যগোষ্ঠী যে পথনাট্য পরিবেশন করে তাই ছিল সবচেয়ে আকর্ষণীয়। এটি উপস্থিত সকলের তাৎক্ষণিক প্রশংসা অর্জন করে।

পরবর্তী পৃষ্ঠা দেখার জন্য ক্লিক করুন